জিহাদ কি? এবং কাকে বলে?

'জিহাদ' শব্দটি এসেছে 'জাহাদা' শব্দ থেকে যার অর্থ 'দুই পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া'।

আরবদের কাছে শাব্দিকভাবে 'জিহাদ'- এর অর্থ হলো 'কোনো কাজ বা মত প্রকাশ করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা বা কঠোর সাধনা করা'। আরো যেসব অর্থে জিহাদ শব্দটি ব্যবহার হয়ঃ

১. *اَلْجَد বা প্রচেষ্টা ব্যয় করা*
২. *الطَّاقَةُ বা কঠোর সাধনা করা*
৩. *السَّعْيُ বা চেষ্টা করা*
৪. *اَلْمُشَقَّةُ বা কষ্ট বহন করা*
৫. *بَذْلُ القُوَّةِ বা শক্তি ব্যয় করা*
৬. *النِهايَةُ والغايَةُ বা শেষ পর্যায়ে পৌঁছা*
৭. *الارْضُ الصلبة বা শক্তভূমি*
৮. *الكفاح বা সংগ্রাম করা*

ইমাম নিশাপুরী (রহ)-এর তাফসীরে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'আল-জিহাদ অর্থ হলো কোনো উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো'।

মোট কথা, শাব্দিক অর্থে 'জিহাদ'-এর সংজ্ঞা হলো, অন্তত দুটি পক্ষের মধ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো।

শাব্দিক অর্থ মোতাবেক, এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সশস্ত্র কিংবা নিরস্ত্র উভয়ই হতে পারে; অর্থ ব্যয় করেও হতে পারে, ব্যয় না করেও হতে পারে। একইভাবে, দুটো পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যেও পরস্পরকে দমানোর জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) হতে পারে। এই জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) কেবল কথার মাধ্যমেও হতে পারে, অথবা কোনো একটি কাজ না করা বা কোনো একটি বিশেষ কথা না বলার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে যদি তার পিতামাতা আদেশ করে আল্লাহকে অমান্য করার জন্য আর সেই ব্যক্তি যদি পিতামাতার নির্দেশ অমান্য করে ও সবর অবলম্বন করে, তবে তা-ও জিহাদ। আবার কোনো ব্যক্তি যদি প্রবৃত্তির তাড়নাকে অগ্রাহ্য করে হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তবে তা-ও জিহাদ।

জালালাইন শরীফ-এর হাশিয়াতুন জামাল-এ আছে: 'জিহাদ হলো প্রতিকূলতার মুখে সবর করা। এটা যুদ্ধের সময়ও হতে পারে, নফসের মধ্যেও হতে পারে।'

'জিহাদ' শব্দের এই শাব্দিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলিমদের জিহাদের প্রতিপক্ষ হতে পারে নিজের প্রবৃত্তি, শয়তান, দখলদার কিংবা কাফের শক্তি। পাশাপাশি, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জিহাদ হতে পারে আল্লাহর পথেও (জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ)। তাই এই জিহাদ হতে পারে আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আবার হতে পারে শয়তানকে খুশি করার জন্যও। যেমনঃ কাফেরদের জিহাদ হলো শয়তানকে খুশি করার জন্য।

মুফতী সাইদ আহমাদ পালনপুরী (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন,

“জিহাদ কুরআন ও হাদিসের একটি বিশেষ পরিভাষা। তাঁর অর্থ হল দ্বীন ইসলামের প্রতিরক্ষা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

শব্দ বিবেচনায় জিহাদ শব্দটির দু ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়,

১) *جاهد العدو مجاهدة جهادا*
অর্থাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করা

২) *جاهد في الامر*
কোন কাজে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালানো।

এই অর্থেই বলা হয়ে থাকে মোজাহাদা।

কুরআন ও হাদীসে জিহাদ শব্দের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়, কোথাও শুধু جهاد و مجاهدة এসেছে। কোথাও তার পরে في سبيل الله (ফি সাবিলিল্লাহ- অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়) যুক্ত হয়েছে।

কোথাও আবার في الله (ফি আল্লাহ) ও فينا যুক্ত হয়েছে।

এমনকি سبيل الله (সাবিলিল্লাহ) শব্দটিও কখনো একাকী ব্যবহার করা হয়েছে কখনো جهاد এর সাথে মিলে ব্যবহৃত হয়েছে।

এক্ষেত্রে জিহাদের অর্থ বিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্যে একটি একটি মূলনীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যা মূলত নুসূসের আলোকে গৃহিত ও অধিক নিরাপদ। এতে ভয়াবহ বিভ্রান্তি ও অনর্থক ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।

যেখানে শুধু مجاهدة শব্দ এসেছে কিংবা তারপর في الله *(ফি আল্লাহ)* বা فينا এসেছে, সে আয়াতগুলো “আম” *(ব্যাপক)*। অর্থাৎ সেখানে জিহাদ শব্দটির আভিধানিক যে অর্থে ব্যাপকতা আছে তা উদ্দেশ্য হতে পারবে। যেমন আল্লাহর বাণী,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর পথে সর্বশক্তি ব্যয় করো। (সূরা হজ্জঃ ৭৮)

অর্থাৎ ‘যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য পূর্ণশক্তি ব্যয় করে’। অনুরূপ আল্লাহর বাণী,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থঃ যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদের বহু পথের সন্ধান দেই। (সূরা আনকাবূতঃ ৬৯)

এই আয়াতদ্বয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াত দ্বীনের সকল প্রচেষ্টাকে শামিল করে। যে কেউ যে কোনো পদ্ধতিতে দ্বীনের জন্য কোন প্রচেষ্টা করবে, সে এই আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য হতে পারবে।

কিন্তু, যেখানে জিহাদ শব্দ এসেছে কিংবা مجاهدة মূল ধাতুর সাথে في سبيل الله *(ফি সাবিলিল্লাহ)* যুক্ত হয়েছে, অথবা কোথাও শুধু في سبيل الله *(ফি সাবিলিল্লাহ)* বলা হয়েছে *(যেমনটা যাকাতের হক্বদার ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের আলোচনা এসেছে)*- এ সকল আয়াত দ্বারা جهاد *(জিহাদ)* এর খাস *(বিশেষ)* অর্থ *(অর্থাৎ যুদ্ধ)* উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এ কারনেই সূরা তাওবাহর যেখানেই جهاد শব্দ এসেছে সেখানেই শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী (রহঃ) এবং তার অনুসরণে শাইখুল হিন্দ (রহঃ) যুদ্ধ করা অর্থ লিখেছেন।

এমনিভাবে হাদিস গ্রন্থগুলোতে ابواب الجهاد ও فضائل الجهاد নামে যে শিরোনাম গুলো এসেছে সেখানেও এই বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য। আপনি চিন্তা শক্তিকে জাগ্রত রেখে অধ্যায়গুলো পাঠ করুন। দেখবেন في سبيل الله *(ফি সাবিলিল্লাহ)* এর বর্ননাগুলো যেখানে উল্লেখ আছে, সেখানেই জিহাদ উদ্দেশ্য।

এতে বোঝা গেল في سبيل الله *(ফি সাবিলিল্লাহ)* শব্দটিও ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। যার সুনির্দিষ্ট অর্থ হল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। [তোহফাতুল আলমায়ী]

ইমাম নিশাপুরী (রহ) বলেন, 'এটি *[জিহাদ]* হলো কোনো উদ্দেশ্য বা ইচ্ছাকে অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, উদ্দেশ্যকারীর উদ্দেশ্যের ধরন যা-ই হোক না কেন।' কাফের পিতারা তাদের মুমিন সন্তানদের সত্য বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করানোর জন্য যেসব কাজ করতো, সেগুলোকে কুরআনে জিহাদ বলা হয়েছেঃ

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

তোমার পিতামাতা যদি জিহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা) করে যে, তুমি আমার সাথে এমন কিছু শরীক কর যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তবে তাদেরকে অমান্য কর। [সূরা লুকমান: ১৫]

মুসলিমদের উপর জিহাদ সাধারন শাব্দিক অর্থে নয় বরং শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে ফরজ করা হয়েছে।

ইসলামী শরীয়াতে 'জিহাদ' শব্দটিকে এর সাধারণ শাব্দিক অর্থে না রেখে কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট অর্থে সীমিত করা হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদের অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য সরাসরি বা আর্থিকভাবে বা মুখ দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো'। এই বিশেষ অর্থটি প্রদান করা হয়েছে মদীনায়, যেখানে সশস্ত্র যুদ্ধকে ফরয করা হয়েছিল। মক্কায় সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি ছিল না, তাই মাক্কী সূরাসমূহে 'জিহাদ' শব্দটি শরয়ী অর্থে নয়, বরং শাব্দিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ সূরা লুকমানের ১৫নং আয়াত, যেটি ইতোমধ্যে উদ্ধৃত হয়েছে। এরূপ আরো উদাহরণ হলোঃ

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ

আর যে ব্যক্তি সাধনা (জিহাদ) করে, সে তো নিজেরই জন্য সাধনা করে। আল্লাহ্ তো বিশ্বজগত থেকে অমুখাপেক্ষী। [সূরা আনকাবুতঃ ৬]

وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ

আমি মানুষকে স্বীয় মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি, তবে তারা যদি তোমার উপর চাপ (জিহাদ) দেয়, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যে সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, এক্ষেত্রে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। [সূরা আনকাবুত: ৮]

وَ ٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

আর যারা আমার উদ্দেশ্যে কষ্ট সহ্য (জিহাদ) করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ নেককারদের সাথে আছেন। [সূরা আনকাবুত: ৬৯]

فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً

অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সঙ্গে কুরআনের সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) চালিয়ে যান। [সূরা ফুরকান: ৫২]

মদীনায় অবতীর্ণ ২৬টি আয়াতে জিহাদের বিষয়টি এসেছে এবং এগুলোর অধিকাংশই সুস্পষ্টভাবে 'যুদ্ধ' (কিতাল) অর্থ বহন করে। যেমনঃ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَ ٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

"সমান নয় সেসব মুমিন যারা বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে এবং ওইসব মুমিন যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। যারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর যারা ঘরে বসে থাকে। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদীনদের মহান পুরস্কারের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যারা ঘরে বসে থাকে তাদের ওপর।" [সূরা নিসাঃ ৯৫]

এই আয়াতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ মানে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া এবং ঘরে থাকার চেয়ে সেটা উত্তম। সূরা তওবায় রয়েছেঃ

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড়, হালকা অথবা ভারী অবস্থায়; এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল দিয়ে এবং নিজেদের জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।" [সূরা তাওবা: ৪১]

ঐতিহাসিক তাবুক যুদ্ধের সময় প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হয়। তাবুক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল খেজুর কাটার মৌসুমে। তখন গরমও ছিল খুব বেশি। তাই কেউ কেউ ক্ষেত-খামার, ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অজুহাতে, কেউ পারিবারিক কাজের অজুহাতে, কেউ বা অসুস্থতার বাহানা তুলে যুদ্ধ না যাওয়ার অনুমতি চাইলো। আল্লাহর তখন এই আয়াত নাযিল করে তাদের প্রার্থনা বাতিল করে দিলেন এবং ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক, খুশি-অখুশি, সশস্ত্র-নিরস্ত্র, ধনী-গরিব সবার জন্য যে কোনো অবস্থায় যুদ্ধে যাওয়া ফরয করে দিলেন। এখানে 'জিহাদ' শব্দটি পরিষ্কারভাবে 'যুদ্ধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একই অর্থ রয়েছে এই সূরার ৮৮ নাম্বার আয়াতেও,

لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ جَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"কিন্তু রাসূল ও যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তারা জিহাদ করেছে নিজেদের মাল ও নিজেদের জান দিয়ে, তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই প্রকৃত সফলকাম।" [সূরা তাওবাঃ ৮৮]

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, মাদানী আয়াতসমূহে 'জিহাদ' বলতে যুদ্ধ বা লড়াইকে বোঝানো হয়েছে। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতসমূহ জিহাদের পূর্বশর্ত বা জিহাদের বৈধতার শর্তও স্পষ্ট করে দেয়। আর এই শর্তগুলো হলোঃ

অমুসলিমদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া এবং/অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া (জিযিয়া প্রদান)।

রাসূল (সা)-এর শতশত হাদীসে 'জিহাদ'-কে শরয়ী অর্থে অর্থাৎ যুদ্ধ ও যুদ্ধের উপায়-উপকরণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) বলেছেন,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

"আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের তুলনা ওইরূপ রোযাদার, যে নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছে - যে তার রোযা ও নামায আদায়ে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি প্রকাশ করে না; (সে এরূপ সওয়াব পেতেই থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় মুজাহিদ ফিরে আসে।" [বুখারী, মুসলিম]

এই হাদীসে পরিষ্কারভাবেই 'মুজাহিদ' বলতে যোদ্ধাকে বোঝানো হয়েছে - যে যোদ্ধা 'যতক্ষণ না ফিরে আসে' ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীসে বর্ণিত সওয়াবসমূহ পেতেই থাকে। অন্য হাদীসে, আবদুল্লাহ বিন হুবশী (রা) বলেন,

قِيلَ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيلَ فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ

লোকেরা রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন জিহাদ উত্তম?' তিনি (সা) জবাব দেন, জীবন ও সম্পদ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কী ধরনের মৃত্যুবরণ করা উত্তম? তিনি (সা) জবাব দিলেন, ওই ব্যক্তি যার রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং সাথে তার সওয়ারী ঘোড়ার পাও কেটে ফেলা হয়। [আবু দাউদ]

মুসনাদে আহমদ-এ বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে,

أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ ...

রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল] কোন জিহাদ উত্তম? তিনি (সা) বললেন, যে (যুদ্ধরত অবস্থায়) তার ঘোড়ার পা কর্তন করে ফেলল এবং তার রক্তও প্রবাহিত হয়েছে (তার জিহাদ)।

আরেক হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন,

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ

যখন উহুদ যুদ্ধে তোমাদের ভাইয়েরা নিহত হলো, আল্লাহ তাদের রুহগুলোকে সুবজ পাখির পালকের ভিতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝরণা ও উদ্যাসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তাঁরা সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহর আরশের নিচে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। যখন তাঁরা নিজেদের আনন্দ ও শান্তিময় জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, 'আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশগ্রহণের) চেষ্টা করে।' তখন আল্লাহ বললেন, 'তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি।

এরই প্রেক্ষিতে সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ নং আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

আর যারা আল্লার পথে শহীদ হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। [আবু দাউদ, তাফসীরে কুরতুবী]

প্রকৃতপক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধে অর্থাৎ জিহাদে মৃত্যুবরণ করা খোদ রাসূল (সাঃ)-এরই একান্ত বাসনা ছিলঃ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কিছু মুমিন এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ করবে না, অথচ তাদের সবাইকে আমি সওয়ারী দিতে পারছি না, এই অবস্থা না হলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও দূরে থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হলো, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই তারপর আবার জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই। [বুখারী, মুসলিম]

শরয়ী অর্থ ও শাব্দিক অর্থের পার্থক্য ইসলামের প্রত্যেকটি পরিভাষার ক্ষেত্রে রয়েছে।

সুতরাং এ পার্থক্যকে না জানা অথবা না জানার ভান করা কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এরূপ পার্থক্যের কিছু উদাহরণঃ

সালাত এর শাব্দিক অর্থ হলো, আগুনে পুড়ে বাঁশ বা সরু গাছ সোজা বা বাঁকা করে (ধনুক তৈরি বা অন্য কাজের) ব্যবহার উপযোগী করা। এছাড়া ব্যবহারিকভাবেও সালাত শব্দটি চার অর্থে প্রয়োগ হয়।
যথাঃ ***১.*** *দরুদ* ***২.*** *তাসবীহ* ***৩.*** *রহমত* ***৪.*** *ইস্তিগফার।*

কিন্তু আমরা সালাত বলতে বুঝি নির্ধারিত সময়ে, বিশেষ নিয়মে, নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত করাকে।

সাওম এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা।

কিন্তু সাওম বলতে আমরা বুঝি, নির্ধারিত সময়ে বিশেষ নিয়মে, নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত করাকে।

হজ্ব এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা।

কিন্তু হজ্ব বলতে আমরা বুঝি, নির্ধারিত সময়ে বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বিশিষ্ট ইবাদত পালন করাকে।

যাকাত এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা।

কিন্তু যাকাত বলতে আমরা বুঝি, বিশেষ শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ, নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা।

***একইভাবে* জিহাদ** শব্দের আভিধানিক অর্থ কষ্ট করা, চেষ্টা করা হলেও জিহাদ বলতে আমরা বুঝবো কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে।

আমরা জানি হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের মক্কী জীবনে দাওয়াত-তাবলীগ ছিল, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারসহ যিকির-ফিকির ও জালিমের সামনে হক কথা বলা ছিল, ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু এতসব কর্মকাণ্ডকে মক্কী জীবনে জিহাদ বলা হয়নি। সাহাবায়ে কিরামও দাবি করেননি এসব সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বা প্রাণান্তকর চেষ্টার নাম জিহাদ ছিল।

শরয়ী অর্থে জিহাদের প্রয়োগঃ

কুরআন-সুন্নাহর এসব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ 'জিহাদ' শব্দটিকে সাধারণ অর্থ থেকে বিশেষ অর্থ 'কিতাল' বা যুদ্ধ ও যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বিষয়াদিতে রূপান্তর করেছেন। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস-সহ আরো বিপুল সংখ্যক আয়াত-হাদীসে 'জিহাদ'-কে যুদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

عن عمرو بن عنبسة قال : قال رجل يا رسول اللّه و ما الجهاد؟ قال : ان تقاتل الكفّار اذا لقيتهم - مسند احمد، رقم الحديث ١٧٠٢٧

অর্থঃ- "আমর ইবনে আনবাসা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদ (এর পরিচয়) কী?
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যুদ্ধের ময়দানে কাফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। [মুসনাদে আহমাদঃ ১৭০২৭]

اخرج الامام النسائي عن سلمة بن نفيل الكندي قال : " كنت جالسا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال رجل : يا رسول اللّه ! اذال النّاس الخيل ووضعوا السّلاح، و قالوا لا جِهاد قد وضعت الحرب اوزارها . فاقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بوجهه و قال : كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من امّتي امّة يقاتلون علي الحقّ، ويزيغ اللّه لهم قلوب اقوام، ويرزقهم منهم حتّي تقوم السّاعة، وحتّي يأتي وعد اللّه
- سنن النسائي . النسخة الهنديّة ١٠٤ /٢

অর্থঃ- সালামাহ বিন নুফাইল কিন্দী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় এক লোক জিজ্ঞাসা করল- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা অশ্বের প্রতি গুরুত্ব কম দিচ্ছে এবং অস্ত্র রেখে দিচ্ছে। তারা একথা বলছে যে, এখন আর জিহাদ নেই, জিহাদ তো তার বোঝা রেখে দিয়েছে (শেষ হয়ে গেছে)!"
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চেহারা ফিরালেন এবং বললেন- "তারা মিথ্যা বলেছে। কিতাল তো সবেমাত্র শুরু হয়েছে! আর আমার উম্মতের একটি দল সবসময় সত্যের জন্য যুদ্ধ করতেই থাকবে এবং তাদের জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তরগুলোকে ঝুকিয়ে দিবেন এবং (মুকাতিল/ মুজাহিদেরকে) তাদের থেকে রিযিক দিতে থাকবেন, যতক্ষণ না কিয়ামত সংঘটিত হয় এবং যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা আসে।
[সুনান নাসায়িঃ ৩৫৬১, নুসখায়ে হিন্দিয়া- ২/১০৪]

এরকম ভাবসম্পন্ন অসংখ্য হাদীস আছে; যেমনঃ

আবু দাউদ, মিশকাত-কিতাবুল জিহাদ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১ম হাদিস / সাহিহ মুসলিমঃ কিতাবুল ইমারাহ অধ্যায়, হাদিস নং ৪৭১৭, ই.ফা. ৪৮০০; হাদিস নং ৪৭১৮, ই.ফা. ৪৮০১; হাদিস নং ৪৭২০, ই.ফা. ৪৮০৩

এ সবগুলোতে রাসূল (সঃ) "কিতাল" (সশস্ত্র যুদ্ধ) শব্দ উল্লেখ করেছেন।

আবার, *উপরের হাদীসে দেখুন, সাহাবী (রাঃ) 'জিহাদ' শব্দ উল্লেখ করে জিজ্ঞাস করেছেন আর রাসূল (সঃ) 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করে উত্তর দিয়েছেন!*

তাহলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, রাসূল (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এর সময় তাঁরা জিহাদ বলতে কিতালই (সশস্ত্র যুদ্ধ) বুঝতেন, তাঁদের নিকট জিহাদ আর কিতালের মাঝে কোন পার্থক্য ছিল না।

এবার আমরা রাসূলুল্লাহ এবং হযরত বাশীর (রাঃ) এর কথোপকথন খেয়াল করি,

[হাদিসটি হযরত হাসান ইবন সুফিয়ান,
ইমাম তাবারানী, আবূ নুআয়ম, হাকিম, বায়হাকী ও ইবন আসাকির বর্ণনা করেন। হাদিসটি ইমাম আহমদ (রহ.) ও বর্ণনা করেন, ইমাম হায়ছামী রহিমাহুল্লাহ এটা নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কানযুল উম্মাল ৭ম খন্ড ১২ পৃষ্ঠা. থেকে উদ্ধৃত]

হযরত বাশীর ইবনে খাসাসিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট বায়আত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর খিদমতে হাজির হলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)!

علام تبايعني يا رسو ل‌الله ؟

অর্থাৎ আপনি আমাকে কোন বিষয়ের উপর বায়আত করবেন ? রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি এ কথার প্রতি সাক্ষ্য দাও যে, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সময়মত আদায় করবে। রমযানের রোজা পালন করবে। বায়তুল্লাহ হজ্ব করবে। এবং

وتجاهد في سبيل الله

অর্থাৎ আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ উক্ত কাজগুলো তো আঞ্জাম দেব তবে এর মধ্যে যাকাত আদায় করতে পারব না। কারণ, আমার নিকট মাত্র দশটি উট আছে এগুলোর দুধ দিয়ে আমার পরিবারের ভরণ পোষন হচ্ছে, আর এগুলো আমার বোঝা বহন করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর,

و أما الجهاد فإني رجل جبان ويز عمون . أنه من
ولي فقد با ء . بغضب من الله . وأخاف إن حضر القتال
أن أخشع بنفسي فأ فر فأ بو ء بغضب من الله

অর্থাৎ, জিহাদ করাও সম্ভব হবে না। কারণ, আমার সাহস খুবই কম। অথচ আমি লোকমুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি (যুদ্ধের ময়দান থেকে) পৃষ্ট প্রদর্শন করে ফিরে আসবে সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে আসবে। আমার একান্ত আশংকা যে, আমি যদি দুশমনদের সাথে জিহাদে লিপ্ত হই এবং ভয় পেয়ে যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করি তবে তো আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে পলায়ন করব।

এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) হাত গুটিয়ে পরে হাত নেড়ে বললেন,

يا بشير ! لا صدقة ولا جهاد فبم إذن تدجل الجنة ؟

অর্থাৎ, হে বশীর! যদি জাকাত না দাও ও জিহাদ না কর তবে কোন আমলের দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করবে ?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)! আপনি হাত বাড়িয়ে দিন আর আমি উক্ত আমলের উপর বায়আত করব।

অতঃপর, রাসূলুল্লাহ হাত বাড়িয়ে দিলেন আর আমি সবকটি আমলের উপর বায়আত হয়ে গেলাম।

এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্পষ্টভাবে 'জিহাদ' শব্দ উচ্চারণ করেন। এবং তার জওয়াবেও বাসীর ইবনে খাসাসিয়া (রাঃ) কিতালই বুঝেন। এবং তিনি স্পষ্টভাবে যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে আসার আশংকা পেশ করেন।

এখানে তিনি জিহাদের ভিন্ন কোন অর্থ গ্রহণ করেন নি। বলেন নি যে, কোন জিহাদ আমাকে করতে হবে, বড় জিহাদ নাকি ছোট জিহাদ। কলমের জিহাদ নাকি নফসের জিহাদ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর 'জিহাদ' শব্দটির উচ্চারণ করার দ্বারা সে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছেন যে, জিহাদ দ্বারা কিতালই সাব্যস্ত।

তাহলে, এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সাহাবী (রাঃ) গণ জিহাদ শব্দ উচ্চারণ করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) বুঝে নিতেন। আবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহাদ শব্দ উচ্চারণ করলে সাহাবী (রাঃ) গণ কিতাল'ই (সশস্ত্র যুদ্ধ) বুঝতেন!

তাঁদের মধ্যে এ দুই শব্দের কোনো'ই পার্থক্য নেই। তাঁরা এ দুই শব্দকেই সশস্ত্র যুদ্ধকে'ই বুঝতেন

বিঃদ্রঃ *জিহাদ প্রসঙ্গ উঠলেই কেউ কেউ বলেন, 'নফসের জিহাদ বড় জিহাদ'। এ বিষয়ে তারা একটি হাদীসও উদ্ধৃতি দেন যে, ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম! এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলীমগণের তাহকীক পড়ুন!*

তাহকীক'টির পিডিএফ ডাউনলোড লিংকঃ ***https://bit.ly/2V4xLBa***

এজন্যই দেখা যায় যে, *হাদীসের শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ)* এবং ইসলামী আইনশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে আইবিদগণ 'জিহাদ'-কে শরয়ী অর্থে তথা সশস্ত্র যুদ্ধ অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

হানাফী মাযহাবের আইন গ্রন্থ 'বাদাইস সানায়ী'-হতে জানা যায়, 'জিহাদের শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা। শরয়ী অর্থে জিহাদ হলো নফস, অর্থ ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও শক্তি খাটানো।'

অপর হানাফী গ্রন্থ شَرْحُ الْوِقَايَةِ -এর গ্রন্থকার বলেনঃ

اَلْجِهَادُ هُوَ الدُّعَاءُ إِلَى الدِّيْنِ الْحَقِ وَالْقِتَالُ مَنْ لَمْ يَقْبَلْهُ

অর্থাৎ جِهَاد হচ্ছে সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা এবং তা অগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

শাফেই মাযহাবের আইনগ্রন্থ আল ইকনা-তে বলা হয়েছে, 'জিহাদ হলো আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।'

আল-শিরাজী তার আল মুহাজাব-এ বলেন, 'জিহাদ হলো কিতাল (যুদ্ধ)'।

মালিকী মাযহাবের আইনগ্রন্থ মানহুল জালীল-এ জিহাদকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে -
قِتَالُ مُسْلِمٍ كَافِرًا غَيْرَ ذِي عَهْدٍ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ
'আল্লাহর কালিমাকে সর্বোচ্চ করার জন্য কাফেরদের (যাদের সঙ্গে মুসলিমদের চুক্তি নেই) সঙ্গে মুসলিমদের লড়াই... ...।'

হাম্বলী মাযহাবের আইনগ্রন্থ আল-মুগনী-তে ইবনে কুদামা-ও ভিন্ন কোনো সংজ্ঞা দেননি। 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়ে তিনি বলেন, যা কিছুই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেটা ফরয-ই-আইন বা ফরয-ই-কিফায়া যা-ই হোক না কেন, অথবা এটা মুমিনদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করা হোক বা সীমান্ত রক্ষা হোক - সবকিছুই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন, 'শত্রুরা এলে সীমান্তরক্ষীদের ওপর জিহাদ করা ফরয-ই-আইন হয়ে যায়। যদি শত্রুদের আগমন স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমীরের নির্দেশ ছাড়া সীমান্তরক্ষীরা তাদেরকে মোকাবেলা না করে আসতে পারবে না। কারণ একমাত্র আমীরই যুদ্ধের ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন।'

বুখারী শরীফ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ইবন হাজার (রহ) ফাতহুল বারী-তে বলেন, জিহাদ-এর শরঈ অর্থ হলো وَشَرْعًا بَذْلُ الْجَهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা-সংগ্রাম করা।

الجهاد هو الدعاء الي الدين الحقّ و قتال مع من امتنع عن القبول بالنّفس و المال
অর্থাৎ জিহাদ হচ্ছে সত্য দ্বীনের দিকে ডাকা এবং সত্য দ্বীন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তার বিরুদ্ধে জান এবং মাল দিয়ে যুদ্ধ করা। [আল বাহরুর রায়েক, আল ইনায়াহ, কিতাবুস সিয়ারের শুরু]

অনুরূপ সংজ্ঞা দেখুন- তুহফাতুল ফুকাহা, বাদাইউস সানায়েঈ', মাজমাউল আনহুর, আল-লুবাব, দুররে মুখতার, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়্যা ইত্যাদি কিতাবেঃ

(১) تحفة الفقهاء ٣٩٢/ ٣ دار الكتب العلمية
(২) بدائع الصّنائع في اوّل كتاب السّير
(৩) مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر ٤٠٧ / ٢ ، دار الكتب العلمية
(৪) اللّباب في شرح الكتاب في اوّل كتاب السّير
(৫) الدّر المختار مع حاشية ابن عابدين، في اوائل كتاب الجهاد
(৬) الفتاوى الهنديّة ١٨٨ / ٢
(৭) الموسوعة الفقهية الكويتية

'الموسوعة الفقهية الكويتية' কিতাবে জিহাদের উপরোক্ত সংজ্ঞা দেওয়ার পর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছেঃ

فتح القدير --- ٥ ٠ ٣٨٨،
والفتوي الهنديّة --- ٣ ٠ ٢٩٩،
والخرشي --- ٣ ٠ ٢١٨،
و جواهر الاكليل --- ٢ ٠ ٣٦١
و شرح الزرقاني علي الموطأ --- ٣ ٠ ٣٩٨
و حاشية اشرقاوي --- ٤ ٠ ٢ + ٤
و حاشية الباجوري --- ٣ ٠ ٣٧٩

জিহাদের পারিভাষিক অর্থঃ

১। পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়-
الجهاد هو بذل القوّة في قتال الكفّار
অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শক্তি ব্যয় করাকে জিহাদ বলা হয়।

২। درُّ المُختار গ্রন্থকার বলেন-
هو قتال الكفّار لنصرة الإسلام
অর্থাৎ ইসলামের সাহায্যার্থে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা।

৩। আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন-
هو بذل المجهود في قتال الكفّار مباشرة او معاونة بالمال او بالرّأي او بتكثير السّواد او غير ذلك
অর্থাৎ প্রকাশ্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি ব্যয় করা। চাই সেটা মুজাহিদীনের সহযেগিতার মাধ্যমে হোক, অথবা সম্পদ ব্যয় কিংবা পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে ইত্যাদি যে কোন পন্থায় হোক না কেনো!

৪। فقه الإسلامي গ্রন্থে বলা হয়েছে-
هو الدعاء الي الدين الحقّ و قتال من لم يقبله بالمال و النفس
অর্থাৎ জিহাদ হলো- সত্য দীনের প্রতি মানুষকে আহবান জানানো এবং যে তা গ্রহণ করে না, তার বিরুদ্ধে জান ও মাল দ্বারা যুদ্ধ করা।

৫। فتح الباري গ্রন্থকার বলেন-
هو بذل الجهد في قتال الكفّار
অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামর্থ্য ব্যয় করাই জিহাদ।

৬। শরহে বিকায়ার টীকা'কার বলেন-
الجهاد هو هو الدعاء الي الدين الحقّ و قتال من لم يقبله
অর্থাৎ জিহাদ হল- সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা এবং যে তা গ্রহণ করবে না, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৭। المعجم الوسيط গ্রন্থকার বলেন-
هو قتال مَن ليس له ذِمَّة مِن الكفّار
অর্থাৎ জিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৮। القاموس الفقهي গ্রন্থে বলা হয়েছে-
هو الدّعوة الي الدين وقتال من لم يقبله
অর্থাৎ দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা এবং যে তা গ্রহণ করে না, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

এছাড়া বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, মিশকাতসহ সকল হাদীস গ্রন্থে 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায় কেবল সশস্ত্র যুদ্ধ বিষয়ক হাদীসই স্থান পেয়েছে।

অতএব এটা নিশ্চিত যে, ইসলামী শরীয়াতে 'জিহাদ' শব্দটিকে সাধারণ শাব্দিক অর্থ থেকে সুনির্দিষ্ট অর্থে রূপান্তর করা হয়েছে আর সেই অর্থটি সশস্ত্র যুদ্ধ বা লড়াই ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

কিন্তু আজ অজ্ঞানতা, মূর্খতা, কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও তাদের তাবেদার শাসকদের সহায়তায় জিহাদের মতো সুস্পষ্ট ব্যাপারকেও ধোঁয়াটে করে ফেলা হয়েছে।